بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

# মহানবী (সা.)-এর চাচা মহান সাহাবী হযরত হামযা (রা.)-এর ঈমান বৃদ্ধিকারী গুণাবলীর স্মৃতিচারণা

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর স্মৃতিচারণের শেষে আমি বলেছিলাম, বদরি সাহাবীদের উল্লেখ এখন শেষ হয়েছে। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত কিছু সাহাবী সম্পর্কে কিছু বিষয় পরে প্রকাশ্যে এসেছে। পরবর্তিতে কোন সময় আমি সেসব বর্ণনা করব। অথবা যখন এটি প্রকাশিত হবে, তখন এই জিনিসগুলি সেখানে সব এসে যাবে। কেউ কেউ লিখছেন এই ইতিহাস শুনে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। অতএব, আমি মনে করি যে এই অংশটিও খুতবায় তুলে ধরা উচিত।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম স্মৃতিচারণ করব হযরত হামযা (রা.)- এর। সম্পর্কে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর চাচা এবং তিনি তাঁর (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়জন ছিলেন। রসূল (সা.) হামযা নামটি খুব পছন্দ করতেন।

হুযুর আনোয়ার হযরত হামযা (রা.)-এর সহধর্মিণী ও তাদের থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করার পর বলেন, হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হাদীসে আছে যে, তিনি যখন রাগান্বিত অবস্থায় বললেন, হ্যাঁ! আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতঃপর তিনি বলেন যে, 'পরে আমি আমার বাপ-দাদার ধর্ম প্রত্যাখ্যান করার জন্য আফসোস করেছি। সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তারপর কাবা গৃহে এসে আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করে বললাম, হে আল্লাহ্! সত্যের জন্য আমার হৃদয় উন্মুক্ত করুন এবং সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন করুন। আমি দোয়াতেই নিমগ্ন ছিলাম

ইতিমধ্যে মিথ্যা আমাকে পরিত্যাগ করল। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আমার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করলাম, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবিচল থাকার জন্য দোয়া করলেন। অপর একটি বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত হামযা মহানবী (সা.)-কে বললেন, 'আমি হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে তাঁর আসল রূপে দেখতে চাই।' এতে নবীজী (সা.) বললেন, 'তাঁকে দেখার শক্তি আপনার নেই।' অতঃপর তাঁর পীড়াপীড়িতে তিনি (সা.) তাঁকে নিজের জায়গায় বসতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) কাবার সেই কাঠের উপর নেমে আসেন, যে কাঠের ওপর মুশরিকরা তওয়াফের সময় তাদের কাপড় রাখত। তখন মহানবী (সা.) বললেন, 'এবার চোখ তুলে তাকান।' যখন তিনি চোখ তুলে তাকালেন, দেখলেন যে জিব্রাইল (আ.)-এর দুই পা একটি মূল্যবান সবুজ পাথর যবরজদ-এর মতো, তখন হযরত হামযা (রা.) অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে গেলেন।

সফর ২ হিজরীতে, যখন মহানবী (সা.) একদল মুহাজিরের সাথে গাযওয়া ওয়াদানের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন ইসলামের পতাকা হযরত হামযার হাতে ছিল। জমাদিউল-আওয়াল ২ হিজরীতে, মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে তিনি (সা.) প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মুহাজিরদের নিয়ে অভিযানে বের হন এবং এবারও ইসলামের পতাকা হযরত হামযার হাতে প্রদান করেন। বদরের যুদ্ধের সময় উতবা তার ভাই শাইবা ও পুত্র ওয়ালিদকে কুরাইশ বাহিনী থেকে সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীর সামনে এগিয়ে গিয়ে আরবদের প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী একাকী যুদ্ধের জন্য যোদ্ধাদের আহ্বান করে। আনসাররা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলে মহানবী (সা.) তাদেরকে নিষেধ করেন এবং হযরত আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও  হযরত উবাইদাহ বিন মুতালিব (রা.) কে অগ্রসর হতে বলেন। এই তিনজনই মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত নিকটাত্মীয় ছিলেন এবং তিনি চাইতেন যে তাঁর আত্মীয়রা প্রত্যেক বিপদে সবার আগে এগিয়ে যাক। হযরত উবাইদাহ বিন মুতালিব (রা.) ওয়ালিদের মুখোমুখি হন, আর হযরত হামযা উতবাহ এবং হযরত আলী শাইবার মুখোমুখি হন। হযরত হামযা ও আলী (রা.) তাদের প্রতিপক্ষকে এক-দুই আঘাতেই নিহত করেন। অন্যদিকে, হযরত উবাইদাহ এবং ওয়ালিদ উভয়েই মারাত্মকভাবে আঘাত পায় এবং অবশেষে উভয়েই একে অপরের দ্বারা আহত হওয়ার পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন হযরত আলী এবং হামযা (রা.) অবিলম্বে ওয়ালিদকে হত্যা করেন এবং উবাইদাহকে তুলে নিয়ে নিজেদের শিবিরে নিয়ে আসেন, কিন্তু উবাইদাহ (রা.) এই অভিঘাত থেকে বাঁচতে পারেননি, এবং বদর থেকে ফিরে আসার পথে মৃত্যু বরণ করেন।

মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার আগে হযরত হামযা চরম নিষ্ঠুরতার সাথে মত্ত অবস্থায় হযরত আলীর উটগুলোকে হত্যা করেন। হযরত আলী (রা.) এ কথা জানতে পেরে খুবই দুঃখ পেলেন এবং মহানবী (সা.)-এর নিকটে এসে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সমস্ত বিবরণ শোনার পর মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর হতাশা প্রকাশ করলেন। হযরত হামযা তখনও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন, তাই তিনি সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সবাই হলে আমার বাপ-দাদার গোলাম। একথা শোনামাত্র নবীজি (সা.) ফিরে গেলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন মদের নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম মদের ধারে কাছেও যেতেন না, এটাই ছিল এই সাহাবীদের মান।

বনু কাইনকার অভিযানেও হযরত হামযা (রা.) অগ্রগামী ছিলেন এবং ইসলামের পতাকাও এই অভিযানে হযরত হামযার হাতে ছিল। মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কাইনকা ছিল সেই গোত্র যারা প্রথম রসূল (সা.) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। বদর যুদ্ধের পরবর্তি সময়ে তারা অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং বিদ্বেষ ও হিংসা দেখিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। এক মুসলিম মহিলা বাজারের একটি ইহুদি দোকানে

কেনাকাটা করতে গেলে কিছু দুর্বৃত্ত ইহুদি যুবক তাকে খুব অশ্লীলভাবে উত্যক্ত করে। দোকানদার নিজেই মহিলার পায়জামার নীচের কোণটি তার কাছ থেকে লুকিয়ে তার পিঠের কাপড়ে হুক ইত্যাদি কোন কিছু দিয়ে আটকে দিয়ে এই অপকর্মটি করে। তাই মহিলাটি ফেরার সময় কাপড়ে টান পড়ার দরুন সে বিবস্ত্র হয়ে যায়। এটা দেখে ইহুদীরা হাসতে শুরু করে। মুসলিম মহিলাটি লজ্জায় চিৎকার করে সাহায্য চাইলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে একজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছন এবং পারস্পরিক লড়াইয়ে সেই ইহুদি দোকানদার নিহত হয়। এতে ঐ মুসলমানের উপর চারদিক থেকে তরবারির বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং সেই নিষ্ঠাবান মুসলমান সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ ঘটনা মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা অবহিত করা হলে তিনি বনু কাইনকার প্রধানদের ডেকে বললেন যে, এটা সঠিক পথ নয়। আপনারা এ থেকে বিরত হন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। বনু কাইনাকার সর্দাররা দুঃখ প্রকাশ করার পরিবর্তে অত্যন্ত দাম্ভিক উত্তর দিয়েছিল এবং বলেছিল যে বদরের বিজয়ে মুসলমানদের গর্ব করা উচিত নয়। আমাদের সাথে যুদ্ধ হলেই জানা যাবে যোদ্ধারা কেমন হয়ে থাকে। এমতবস্থায় বাধ্য হয়ে তিনি (সা.) একদল সাহাবীসহ বনু কাইনকার দুর্গের দিকে রওনা হলেন। বনু কাইনকাও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দুর্গ বন্ধ করে বসে পড়ল। মুসলমানরা বনু কাইনকা দুর্গ অবরোধ করে। অবরোধ চলে পনেরো দিন ধরে। অবশেষে যখন বনু কাইনকার সমস্ত শক্তি ও অহংকার ভেঙ্গে গেল, তখন তারা এই শর্তে দুর্গের দরজা খুলে দিল যে, তাদের সম্পত্তি মুসলমানদের হবে, কিন্তু তাদের জীবন ও পরিবারের উপর মুসলমানদের কোন অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নিলেন। মূসার শরীয়ত অনুযায়ী তারা প্রত্যেকেই ছিল হত্যা যোগ্য অপরাধী। কিন্তু একদিকে এটি ছিল এ জাতির প্রথম অপরাধ, অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর করুণাময় স্বভাব প্রাথমিক ধাপেই চরম শাস্তির দিকে ঝুঁকতে পারত না, যা ছিল একটি সর্বশেষ উপায়। তবে, মদীনায় এই গোত্রের অবস্থান বিপদ থেকে কম ছিল না, তাই মহানবী (সা.) মদীনা থেকে বনু কাইনকাকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তাদের অপরাধের তুলনায় এটি একটি অত্যন্ত নম্র সিদ্ধান্ত ছিল, যার মধ্যে আত্মরক্ষার একটি দিকও ছিল। বনু কাইনকা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সিরিয়ার দিকে রওনা হল।

হযরত হামযা (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। এ খবর আল্লাহ্ তাআলা মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই দিয়েছিলেন দিব্য দর্শনের মাধ্যমে। মহানবী (সা.) দেখলেন যে তিনি একটি মেষকে তাড়া করছেন এবং তাকে মেরে ফেলছেন এবং তিনি এও দেখলেন যে তাঁর তরবারির অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেছে। তিনি (সা.) তাঁর স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলেন যে একটি মেষকে হত্যা করার অর্থ হল তিনি শত্রু বাহিনীর সেনাপতিকে হত্যা করবেন, আর তরবারির অগ্রভাগ ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হল তাঁর (সা.) পরিবারের খুব কাছের কেউ এতে শহীদ হবেন। এভাবে এই যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন এবং মহানবী (সা.) তুলাহাকে হত্যা করেন, যে ছিল মুশরিকদের নেতা।

হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদতের পর তাঁর শরীরকে বিকৃত করা হয়। তাঁর মুখমন্ডল বিকৃত করা হয়, নাক-কান কেটে ফেলা হয়, পেট চিরে দেওয়া হয়। তাঁর অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) গভীরভাবে ব্যথিত হলেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) বলেন যে আমি কুরাইশদের ত্রিশজনকে হত্যা করব, অপর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি শপথ করেছিলেন যে তিনি তাদের সত্তর জনকে হত্যা করবেন। যার উপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তাহলে শাস্তি দাও যতটা তোমাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তবে অবশ্যই তা উত্তম।" এতে

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, তিনি ধৈর্য ধরবেন এবং তাঁর শপথের জন্য কাফফারা আদায় করবেন।

হুযুর আনোয়ার হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত হামযা (রা.) কে নিয়ে বিলাপ করায় নিষেধাজ্ঞার ঘটনার বর্ণনা করেছেন। আনসার মহিলারা হযরত হামযার জন্য শোক প্রকাশ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলে মহানবী (সা.) তাদের ধন্যবাদ জানান এবং একই সঙ্গে তাদের (নোহা অর্থাৎ) শোক করতে নিষেধ করেন।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, পরশু থেকে নতুন বছরও শুরু হবে ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের নতুন বছরে তাঁর বরকত দান করেন। জামাতের জন্যও বছরটি যেন কল্যানময় হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ শত্রুদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিন এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এই জামাতকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আগের চেয়ে বেশি পূরণ করার সুযোগ দান করুন। একইভাবে, বিশ্বের জন্যও দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ এ বিশ্বকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করুন। পরিস্থিতি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে এবং বিপর্যয় আসন্ন। জানি না, সবাই এখন নিজের স্বার্থ চায়। আল্লাহ্ আমাদের নির্যাতিত ভাইদের প্রতি করুনা করুন এবং অনেক দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আহমদীয়া জামাতকে আগামী বছরে সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

**('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)**


Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
30 December 2022
*Distributed by*
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
*Distt*........................*Pin*.........*W.B*

To,
________________
________________
________________
________________

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in